দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ৫ বৈশাখ ১৪১৯
১৮ এপ্রিল ২০১২

হারিয়ে যাচ্ছে গরুর গাড়ি লাঙ্গল ঢেঁকি হুক্কা

■ আজাদুল ইসলাম, মহাদেবপুর (নওগাঁ) সংবাদদাতা

প্রতিবছর বাংলা বর্ষবরণকে ঘিরে ঢাকঢোল পিটিয়ে পান্তা খাওয়াসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হলেও গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরু-মহিষের গাড়ি, কাঠের লাঙ্গল, ঢেঁকি, হুক্কা ও নানা প্রকার গ্রাম্য খেলাধুলা। বাংলা নববর্ষ এলেই এদেশের মানুষ নিজেদের বাঙালি প্রমাণ করার জন্য গ্রামীণ জীবনের নানা অনুসঙ্গ নিয়ে মেতে ওঠেন। এতকিছুর পরও গ্রাম-বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রধান প্রধান উপাদানগুলোর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-বাংলার ওই সব ঐতিহ্যবাহী জিনিসের মধ্যে গরু-মহিষের গাড়ি, কাঠের লাঙ্গল, ঢেঁকি ও হুক্কাসহ গ্রামীণ জীবনযাপনে ব্যবহৃত অতিপরিচিত গৃহস্থালী সামগ্রীর অনেক কিছুই বিলীন হতে চলেছে।

নিকট অতীতেও লক্ষ্য করা গেছে গরু-মহিষের গাড়ি ছাড়া বিয়ের কনে ও বরযাত্রীদের যাতায়াত কল্পনাই করা যেত না। বিয়েতে গরু-মহিষের গাড়ির ব্যবহার গ্রাম-বাংলার একটি অন্যতম ঐতিহ্য। এছাড়াও হাটবাজারে নানান পণ্য বহনের জন্য এই গরু-মহিষের গাড়িই সে সময় মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল। সময়ের সাথে দ্রুত চলতে গিয়ে মানুষ গরু-মহিষের গাড়ির ব্যবহার বাদ দিয়ে এখন ওই একই কাজে ব্যবহার করছেন রিকশা, ভ্যান, কার, বাস, ট্রাকসহ ইঞ্জিনচালিত নানান বাহন। একইভাবে জমি চাষাবাদের জন্য এক সময় কাঠের লাঙ্গলই ছিল কৃষকদের ভরসা। এখন কাঠের লাঙ্গলের ওই স্থানটিতে যান্ত্রিক লাঙ্গলকে স্থান করে দিয়েছেন। ওই সময়গুলোতে গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা চাল ছাঁটাইয়ের কাজে ঢেঁকি ব্যবহার করলেও ঢেঁকির সে স্থানে এখন চলে এসেছে সব অত্যাধুনিক রাইসমিল। এখন আর কোন গ্রামে ঢেঁকির ধানভানার শব্দ তেমন একটা শোনা যায় না। আবার কৃষক-শ্রমিক তাদের ধূমপানের চাহিদা মেটাতে সে সময় হুক্কা ব্যবহার করলেও এখন বিড়ি-সিগারেট দিয়েই সে চাহিদা তারা পূরণ করছেন। এছাড়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু, গাদল, মার্বেল, ডাংপান্টি, দড়ি, গোল্লা ছুট, লাটিম খেলা ও ঘুড়ি উড়ানোসহ নানা খেলায় সারাবছরই মেতে থাকতো ছেলে-মেয়েরা। এসব খেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে অনেক সময় বসতো মেলা। এসব মেলায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো গ্রাম-বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য। এ সময় গ্রামে গ্রামে বিরাজ করতো অন্যরকম খুশির জোয়ার। এখন এসব প্রবীণদের কাছে শুধুই স্মৃতি।